যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১৭১

১/ বিবিধ

আরবী

من ولد له مولود، فسماه محمدا تبركا به، كان هو ومولوده في الجنة

موضوع

رواه ابن بكير في " فضل من اسمه أحمد ومحمد " (ق 58 / 1) ومن طريقه أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " (1 / 157) حدثنا حامد بن حماد بن المبارك العسكري حدثنا إسحاق بن يسار أبو يعقوب النصيبي حدثنا حجاج بن المنهال حدثنا حماد بن سلمة عن برد بن سنان عن مكحول عن أبي أمامة مرفوعا، وقال ابن الجوزي: في إسناده من تكلم فيه، ولم يزد، وتعقبه السيوطي في " اللآليء " (1 / 106) بقوله: قلت: هذا أمثل حديث ورد في الباب، وإسناده حسن، ومكحول من علماء التابعين وفقهائهم وثقه غير واحد، واحتج به مسلم في " صحيحه "، وروى له البخاري في " الأدب "، والأربعة، وثقه ابن معين والنسائي، وضعفه ابن المديني وقال أبو حاتم: ليس بالمتين، وقال مرة

كان صدوقا، وقال أبو زرعة: لا بأس به، والله أعلم

قلت: لقد أبعد السيوطي عفا الله عنه النجعة فأخذ يتكلم على بعض رجال السند موهما أنهم موضع النظر منه، مع أن علة الحديث ممن دونهم، ألا وهو حامد بن حماد العسكري شيخ ابن بكير قال الذهبي في " الميزان ": روى عن إسحاق بن يسار النصيبي خبرا موضوعا هو آفته، ثم ساق له هذا

ووافقه الحافظ ابن حجر في اللسان

ولذلك قال المحقق ابن القيم: إنه حديث باطل، كما نقله الشيخ القاري في " موضوعاته " عنه، (ص 109) وأقره
وغفل عن هذا التحقيق المناوي فأقر تحت الحديث الآتي (437) السيوطي على تحسينه فلا تغتر به، ثم وجدت ابن عراق قد تعقب السيوطي في " تنزيه الشريعة " (82 / 1) بمثل ما تعقبته به، إلا أنه زاد فقال: لكن وجدت له طريقا أخرى أخرجها ابن بكير أيضا والله أعلم
قلت: وسكت عليه! وفيه ثلاثة لم أجد من ذكرهم، فأحدهم آفته

বাংলা

১৭১। যে ব্যাক্তির কোন পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হল, অতঃপর তার নাম রাখল মুহাম্মাদ তার দ্বারা বরকত নেয়ার উদ্দ্যেশে। তাহলে সেই ব্যাক্তি ও তার নবজাতক জান্নাতী হবে।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু বুকায়ের “ফাযলু মান ইসমুহু আহমাদ ওয়া মুহাম্মাদ” নামক (কাফ ১/৫৮) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং তার সূত্র হতে ইবনুল জাওযী তার "মাওযুআত" গ্রন্থে (১/১৫৭) উল্লেখ করেছেন। অতঃপর বলেছেনঃ এটির সনদে সমালোচিত ব্যক্তি রয়েছেন।

এটির সনদে ইবনু বুকায়ের-এর শাইখ হামেদ ইবনু হাম্মাদ ইবনুল মুবারাক আল-আসকারী রয়েছেন। তার সম্পর্কে যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেনঃ তিনি ইসহাক ইবনু ইয়াসার আন-নাসীবী হতে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনিই হচ্ছেন এ হাদীসটির সমস্যা। তার এ কথাকে হাফিয ইবনু হাজার “লিসানুল মীযান” গ্রন্থে সমর্থন করেছেন। এ কারণেই ইবনুল কাইয়্যিম বলেছেনঃ এ হাদীসটি বাতিল।

শাইখ আল-কারী তার “আল-মাওযু’আত” গ্রন্থে হাদীসটি (পৃঃ১০৯) উল্লেখ করে যাহাবীর কথাকে সমর্থন করেছেন। তা সত্ত্বেও হাদীসটিকে সুয়ূতী হাসান বলেছেন। তিনি মাকহুলকে নির্ভলশীল বলে কারণ দর্শিয়েছেন অথচ সমস্যা তার নীচের ব্যক্তি হামেদ-এর ক্ষেত্রে।

ইবনু আররাক "তানযীহুশ শারীয়াহ" গ্রন্থে (১/৮২) সুয়ূতীর সমালোচনা করেছেন, যেরূপ আমি তার সমালোচনা করেছি।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=5431

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন